দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ OCT. 23 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কলেজে মানবিক বিষয় ও বিভাগ খোলা নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অদ্ভুত সিদ্ধান্ত !

খায়রুল আনোয়ার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সিদ্ধান্ত কলেজ পর্যায়ে মানবিক শিক্ষার ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রণালয় নতুন করে মানবিক বিভাগ ও বিষয় খোলার ওপর বছর দুই আগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এ নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অসংখ্য নতুন কলেজে মানবিক বিভাগ খোলা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড এ ব্যাপারে নির্বিকার। অথচ প্রতিষ্ঠিত পুরনো কলেজে মানবিক বিভাগ খোলায় বাধ সাধছে শিক্ষা বোর্ড। মানবিক বিভাগ খোলার ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা আরোপকে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা 'অদ্ভুত সিদ্ধান্ত' হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। রাজধানীর ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এ্যান্ড কলেজে ১৯৯৮-৯৯ সেশনে বাণিজ্য ও মানবিক বিভাগ খোলা হয়।

(১১ পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

কলেজে মানবিক

(প্রথম পাতার পর)

এ ব্যাপারে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে প্রয়োজনীয় ফিস জমা দেয়। ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা এখন দ্বাদশ শ্রেণীতে ক্লাস করছে। বোর্ড কর্তৃপক্ষ বাণিজ্য বিভাগ চালু করার অনুমতি দিলেও মানবিক বিভাগের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জানায়। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সার্কুলারের কথা জানিয়েছে। ল্যাবরেটরি স্কুল এ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ সার্কুলারের কপি দেখতে চাইলে তাদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। পাশাপাশি বোর্ড থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলা হয়, মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি দেয়া হলে তারা (কলেজ কর্তৃপক্ষ) ভবিষ্যতে এমপিওভুক্ত হতে চাইবে না এবং কোন সরকারী আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করবে না, এই মর্মে অঙ্গীকার করলে বোর্ড মানবিক বিভাগ চালু করার অনুমতি দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানাবে।

ইউঃ ল্যাবরেটরি স্কুল এ্যান্ড কলেজ সম্পূর্ণভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়। এ প্রতিষ্ঠান সরকার থেকে কোন অনুদান বা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে না। কলেজ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যতেও সরকার থেকে কোন আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করা হবে না, এ মর্মে ৫০ টাকার স্টাম্পের ওপর একটি লিখিত অঙ্গীকার প্রদান করে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে। এই অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড গত আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবকে পুরো বিষয় অবহিত করে ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এ্যান্ড কলেজে মানবিক বিভাগ খোলার অনুমতি দেয়ার জন্য অনুরোধ জানায়।

এর পর ঢাকা বোর্ড থেকে কলেজ কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেয়া হয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, কলেজ পর্যায়ে মানবিক বিভাগ ও বিষয় খোলার অনুমতি দেয়া নিয়ে এক ধরনের 'লুকোচুরি' অবস্থা চলছে। ইউঃ ল্যাবরেটরি কলেজে মানবিক বিভাগ খোলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও ঢাকা বোর্ড থেকে গত দুই বছরে প্রায় অর্ধশত কলেজে মানবিক বিভাগ ও বিষয় খোলার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ইউঃ ল্যাবরেটরি কলেজ কর্তৃপক্ষ ঢাকা বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বোর্ড কর্তৃপক্ষ তাদের জানায় যে, বোর্ড নতুন কলেজের ক্ষেত্রে এ অনুমতি দিতে পারে, তবে পুরনো কলেজে মানবিক বিভাগ খুলতে হলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিতে হবে। ল্যাবরেটরি কলেজ কর্তৃপক্ষ এর পর থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ধরনা দিয়ে চলেছে এক কর্মকর্তার টেবিল থেকে আরেক কর্মকর্তার টেবিলে। মজার ব্যাপার হলো, এই নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও কোন লিখিত নির্দেশ বা সার্কুলার দেখাতে পারেনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে, শুধু মৌখিকভাবে নিষেধাজ্ঞার কথা জানানো হচ্ছে।

ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি কলেজের মানবিক বিভাগের শিক্ষার্থীরা এখন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। তারা আগামীতে এইচএসসি পরীক্ষা দিতে পারবে কি না, এ নিয়ে তাদের অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ অবস্থায় পরের শিক্ষাবর্ষে মানবিক বিভাগে ছাত্রছাত্রী ভর্তি বন্ধ রেখেছে। এ ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি পরিষ্কারভাবে কিছু বলেননি। চেয়ারম্যান শুধু বলেন, আমিও এ সমস্যার কথা শুনেছি। বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলব।

মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, 'মানবিক শিক্ষার ভবিষ্যত সঙ্কুচিত হয়ে আসছে এবং এই শিক্ষার তেমন বাজার মূল্য নেই'—এই যুক্তি দেখিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নতুন করে কোন কলেজে মানবিক বিভাগ বা বিষয় খোলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে কোন পূর্ণাঙ্গ শিক্ষানীতি চালু করার আগে শুধু নির্দেশ দিয়ে মানবিক শিক্ষা বন্ধ করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ নয়। আগামী শতকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আরও প্রসার ঘটবে বলে মানবিক শিক্ষা বন্ধ করতে হবে, এমন সিদ্ধান্ত মানার মতো নয়। তাছাড়া কলেজ পর্যায়ে মানবিক শিক্ষা বন্ধ করা হলে স্কুলে যারা মানবিক বিষয়ে লেখাপড়া করছে তাদের কি হবে?

শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জনকণ্ঠকে এ প্রসঙ্গে বলেন, 'কলেজে মানবিক শাখা খুলতে না দেয়া ঠিক হবে না। মানবিক বিষয় বাদ দিয়ে শিক্ষার কথা ভাবা যায় না। বিজ্ঞান-প্রযুক্তি থাকবে, কিন্তু এর সঙ্গে মানবিক বিষয়ের বিরোধ কোথায়?' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডঃ চৌধুরী আরও বলেন, বিজ্ঞান পড়লেই যে চাকরি হবে তার নিশ্চয়তা কি? দেশের বিদ্যমান অবস্থা কি বলে? তাছাড়া মানবিক গুণ বিকশিত করার জন্য মানবিক বিদ্যা থাকা জরুরী। এখনও দেশে অনেক পেশা আছে, যেখানে এই বিদ্যা কাজে লাগবে।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে মন্তব্য করেন, এ সিদ্ধান্ত সত্যি হয়ে থাকলে বলব এটি অদ্ভুত সিদ্ধান্ত। এটি কোন বিজ্ঞানসম্মত কথা নয়।